ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

নয়নতারার সঙ্গে প্রেম নিয়ে মুখ খুললেন শাহরুখ

পৃঃ ৫

টি-টোয়েন্টিতে দ্রুততম ছক্কার সেঞ্চুরি রেকর্ড সূর্যকুমারের

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২২৬ ● কলকাতা ● ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ১৭ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

৫ ঘণ্টার ঝটিকা সফরে

কলকাতায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, কী কর্মসূচি রয়েছে তাঁর?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বৃহস্পতিবার মাত্র ৫ ঘণ্টার ঝটিকা সফরে কলকাতায় আসছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাজভবন এবং পোর্টের দুটি সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসবেন তিনি। বৃহস্পতিবার বিকালেই ফের উড়ে যাবেন দিল্লি।শেষবার বাংলায় রাষ্ট্রপতি বাংলায় এসেছিলেন শপথ নেওয়ার পরপরই। সেবার বেশ কিছু কর্মসূচি ছিল তাঁর। রাজ্য সরকারের সঙ্গে যৌথ কর্মসূচিও ছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও দেখা করেন রাষ্ট্রপতি। এবারে অবশ্য তেমন কোনও কর্মসূচি নেই তাঁর।প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল ১০ টা ১৫ নাগাদ কলকাতা বিমানবন্দরে নামবেন রাষ্ট্রপতি।সেখান থেকে সরাসরি তিনি চলে যাবেন রাজভবনে। সকাল ১১টা ৫ মিনিটে বিমানবন্দর থেকে রাজভবনে পৌঁছানোর কথা দ্রৌপদী মুর্মুর। সেখানে ব্রহ্মা কুমারিস'-এর উদ্যোগে কলকাতায় যে নেশা মুক্তি অভিযান হতে চলেছে, সেটার সূচনা করবেন রাষ্ট্রপতি। দুপুর ১২টা নাগাদ ওই সংস্থা আয়োজিত মধ্যাহ্নভোজে অংশ নেবেন তিনি।

দুপুর একটা ১৫ মিনিট নাগাদ রাজভবন থেকে সোজা গার্ডেনরিচে শিপবিল্ডার্স ইঞ্জিনিয়ারিং লিমিটেডে যাবেন

এরপর ৩ পাতায়

সরকারি প্রকল্পগুলি ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষকে দারিদ্রের

নাগপাশ থেকে মুক্ত করেছে এবং তাঁরা নব্যমধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছেন : প্রধানমন্ত্রী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ৭৭তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আজ লালকেল্লার প্রাকার থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন। তাঁর ভাষণে প্রধানমন্ত্রী জানান, ২০১৪ সালে ভারত বিশ্বের দশম বৃহত্তম অর্থনীতির রাষ্ট্র ছিল। আজ আর্থিক বিকাশের ফলে ২০২৩ সালে তাঁর স্থান পঞ্চম। তালিকার উপরে উঠে আসার পিছনে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা যথাযথ স্থানে হস্তান্তর হওয়া এবং দরিদ্র মানুষের কল্যাণের জন্য জনসাধারণের অর্থ ব্যয়ই মূল কারণ। এর ফলে, দেশে একটি শক্তিশালী অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। "আজ আমি দেশবাসীকে বলতে চাই, যখন কোন দেশ আর্থিক ভাবে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে, তখন সেই দেশের কোষাগারই শুধু ভরে ওঠে না, পাশাপাশি দেশের নাগরিকের ক্ষমতাও বৃদ্ধি হয়। কোন সরকার যদি নাগরিকদের কল্যাণের জন্য সৎভাবে অর্থ ব্যয়ের সংকল্প নেয়, তখনই এধরনের বিরল প্রগতিশীল সাফল্য অর্জিত হয়।"

রাজ্যগুলিকে প্রদেয় অর্থের পরিমাণ ৩০ লক্ষ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১০০ লক্ষ কোটি টাকা

গত ১০ বছরের উন্নয়নের খতিয়ান তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এর মাধ্যমে পরিবর্তনের আসল চিত্র উঠে এসেছে। বিপুল এই পরিবর্তন দেশের ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করেছে। শ্রী মোদী বলেন, ১০ বছর আগে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে ৩০ লক্ষ কোটি টাকা দিতো। গত ৯ বছরে এই পরিমাণ ১০০ লক্ষ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। "আগে কেন্দ্রীয় সরকারের কোষাগার থেকে স্থানীয় প্রশাসনের উন্নয়নের জন্য ৭০ হাজার

এরপর ৩ পাতায়

যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর পর

৪ বার জিবি বৈঠকে 'ক্লাস' নেয় প্রাক্তনীরা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রমৃত্যুর ঘটনায় প্রকাশ্যে একের পর এক বিস্ফোরক তথ্য। মনে করা হচ্ছে, ছাত্রমৃত্যু নিয়ে পুলিশের কাছে কী বয়ান দিতে হবে, তা শেখাতে কমপক্ষে ৪ বার জিবি বৈঠক হয়। ওই বৈঠকে প্রাক্তনীরা 'ক্লাস' নেয় বলেই অনুমান। সে কারণে 'অভিশপ্ত' রাতে পুলিশকে হস্টেলে ঢুকতে দেওয়া হয়নি বলেই মনে করা হচ্ছে।তবে এই ঘটনার রহস্যভেদ খুব তাড়াতাড়ি হবে বলেই আশা তদন্তকারীদের। ইতিমধ্যেই পুলিশের জালে ধরা পড়েছে চার প্রাক্তনী এবং পাঁচজন বর্তমান পড়ুয়া-সহ মোট ৯ জন। তাদের বুধবার আলিপুর আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের ১২ দিনের পুলিশ হেফাজতে নির্দেশ দেয় আদালত। আগামী ২৮ আগস্ট ফের আদালতে পেশ করা হবে তাদের। পুলিশের স্ক্যানারে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও। এছাড়া, ওই 'ক্লাসে'র ফলে পুলিশ দফায় দফায় যাদের জিজ্ঞাসাবাদ করছে তাদের মধ্যে প্রায় সিংহভাগের বয়ান একইরকম।

এরপর ৩ পাতায়

পুণ্য কর্মে যোগ দিন

আপনি চাইলেই ভারতের বিখ্যাত কোনও মন্দিরের গায়ে নিজের নাম লেখাতে পারবেন না, কিন্তু বিশ্বমাতা মন্দিরে পারবেন। *

ঠাকুর শ্রীসমীরেশ্বরের আরাধ্যা দেবী বিশ্বমাতা দক্ষিণা কালীর

বিশ্বমাতা মন্দির তৈরী হচ্ছে

সম্পূর্ণ পাথরের তৈরী এই মন্দিরে লোহা, স্টিল ব্যবহৃত হচ্ছে না।

দেখতে হলে ট্রেনে বিশরপাড়া, বাসে মাইকেলনগর নামুন।

*Call 9883690383

ঠাকুর শ্রীশ্রী সমীর ব্রহ্মচারী বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ

১৯৯ বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ রোড, তালপুকুর, ১৮ নং ওয়ার্ড, নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা- ১৩১।

সারাদিন কবিতা সংকলন

শ্রীমিতা

সম্পাদক: মৃত্যুঞ্জয় সরদার

লেখা পাঠানোর পদ্ধতিঃ-

১. স্রষ্টার লেখা যেকোনো পর্যায়ের হতে পারে।
২. কবিতা সর্বাধিক ২৪ লাইনের মধ্যেই নির্বাচিত হবে।
৩. লেখা পাঠানোর ৩ দিনের মধ্যে মনোনীত হলে যোগাযোগ করা হবে।
৪. লেখা হোয়াটসঅ্যাপ টাইপ অথবা ডকুমেন্ট করে পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ-

6295314053

লেখা পাঠানোর সময় সীমাঃ-

২রা সেপ্টেম্বর, ২০২৩

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ-

১. Govt. Registered
২. ISBN allocated
৩. Online/Ofline selling

*[বি: দ্রঃ— বই প্রকাশ অনষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্য, অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্য জগতের দিকপালেরা, এছাড়াও সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে প্রকাশ পাবে বইটি।]
**[বিঃ দ্রঃ— আমরা সৌজন্য সংখ্যা দিতে অপারগ তাই একটি কপি বই প্রিবুক করার অনুরোধ জানাই।]

পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের

আওতায় আনা হচ্ছে ১৮টি প্রথাগত বৃত্তিকে

নতুন দিল্লি, ১৬ আগস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অর্থনৈতিক বিষয় সংক্রান্ত কমিটি আজ নতুন কেন্দ্রীয় প্রকল্প পিএম বিশ্বকর্মা-র অনুমোদন দিয়েছে। এই প্রকল্পে ৫ বছরের জন্য (আর্থিক বছর ২০২৩-২৪ থেকে আর্থিক বছর ২০২৭-২৮) ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে ১৩ হাজার কোটি টাকা। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল, যেসব কারিগর ও শিল্পী গুরুশিষ্য পরম্পরায় বা পরিবারগতভাবে হাতের কাজ এবং ছোটোখাটো সরঞ্জাম নিয়ে কাজ করেন, তাঁদের লালন করা ও শক্তি যোগানো। এই প্রকল্প পণ্যের গুণমান বৃদ্ধি এবং তার নাগাল বাড়াতে সাহায্য করবে, একইসঙ্গে বিশ্বকর্মারা যাতে অভ্যন্তরীণ ও বিশ্বব্যাপী মূল্যশৃঙ্খলের সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারেন, তাও নিশ্চিত করবে।

পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের আওতায় শিল্পী ও কারিগরদের শংসাপত্র ও পরিচয়পত্র দিয়ে স্বীকৃতি জানানো হবে। তাঁদের ৫ শতাংশ ভর্তুকি সুদে প্রথম দফায় ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত এবং দ্বিতীয় দফায় ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ছাড়যুক্ত বিশেষ ঋণ দেওয়া হবে। এছাড়া এই প্রকল্পে দক্ষতা উন্নয়নের ব্যবস্থা, সরঞ্জামের জন্য উৎসাহ, ডিজিটাল লেনদেনের জন্য উৎসাহ এবং বিপণন সংক্রান্ত সহায়তা দেওয়া হবে।

দেশজুড়ে বিভিন্ন শহর ও গ্রামের শিল্পী এবং কারিগররা এই সহায়তা পাবেন। প্রাথমিকভাবে পিএম বিশ্বকর্মা প্রকল্পের আওতায় ১৮টি প্রথাগত বৃত্তিকে আনা হয়েছে। এগুলি হল ১) কাষ্ঠ শিল্পী (ছুতোর); ২) নৌকা প্রস্তুতকারক; ৩) অস্ত্র প্রস্তুতকারক; ৪) লৌহ শিল্পী (কামার); ৫) হাতুড়ি ও সরঞ্জাম নির্মাতা; ৬) তালার মিস্ত্রি; ৭) স্বর্ণ শিল্পী (স্যাকরা); ৮) মৃৎ শিল্পী (কুমোর); ৯) ভাস্কর; ১০) চর্মকার; ১১) রাজমিস্ত্রি; ১২) ঝুড়ি/মাদুর/ঝাঁটা নির্মাতা; ১৩) পুতুল ও খেলনা প্রস্তুতকারক (প্রথাগত); ১৪) কেশ শিল্পী (নাপিত); ১৫) মালি (মালাকার); ১৬) রজক (ধোপা); ১৭) পোশাক প্রস্তুতকারক (দর্জি) এবং ১৮) মাছ ধরার জাল নির্মাতা।

শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর

প্রয়াণ দিবসে প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

নতুন দিল্লি, ১৬ অগাস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের ১৪০ কোটি মানুষের সঙ্গে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রয়াণ দিবসে তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। এক টুইটবার্তায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন : "অবিস্মরণীয় অটলজীকে তাঁর প্রয়াণ দিবসে ভারতের ১৪০ কোটি মানুষের সঙ্গে আমি শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। তাঁর নেতৃত্বদানে ভারত বিপুলভাবে উপকৃত হয়েছিল । দেশের প্রগতি এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশকে একবিংশ শতাব্দীতে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে তিনি মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন ।"

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ীর

প্রতি শ্রদ্ধা জানানো হয়

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট, ২০২৩ (এজেন্সি) : নিউজ সারাদিন : আজ, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ীর মৃত্যুবার্ষিকীতে, লোকেরা তাঁকে আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করেছে।

অল ইন্ডিয়া মিথিলা রাজ্য সংগ্রাম সমিতির নেতা প্রফেসর অমরেন্দ্রের নেতৃত্বে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে সুপরিচিত সিনিয়র সাংবাদিক ড. সমরেন্দ্র পাঠক, সুলতান এস. কুরেশি, প্রযোজক কালী রাম তোমর, অভিনেতা অঞ্জনি কুমার, বিজেপি নেতা মদন ঝা এবং অনেক সেলিব্রিটি অংশ নেন। ঝা. প্রয়াত নেতার প্রতি আবেগঘন শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

৭৭ তম স্বাধীনতা দিবদ পালন -

বরানগর পল্লীবাসী সঙ্ঘের -'সংহতি উৎসব'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আজ চন্ডীচরন ব্যানার্জি লেনের 'পল্লীবাসী সঙ্ঘ' পালন করলেন ভারতের ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবস। সকাল ১০ টায় উত্তোলন করা হয় ভারতের জাতীয় পতাকা। সম্পাদক, বিশিষ্ঠ সমাজসেবী সৈকত ব্যানার্জির পৌরহিত্যে সমস্ত

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের ৭৬তম স্বাধীনতা দিবসে উস্তাদ বিক্রম ঘোষের

'ইয়ে দেশ'-এর মিউজিক ভিডিও প্রকাশিত হয়েছে

Kolkata, 26th August 2023: নিউজ সারাদিন : আজ ৭৬তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ওস্তাদ ব্রিকম ঘোষের মুক্তিপ্রাপ্ত মিউজিক ভিডিও 'ইয়ে দেশ' দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার উৎসবকে আরও আনন্দময় করে তুলেছে। এই গানটি প্রকাশ করেছে একটি নতুন মিউজিক কোম্পানি ইটারনাল সাউন্ড, যার প্রতিষ্ঠাতা উৎসব পারিখ, গৌরাঙ্গ জালান, মায়াঙ্ক জালান এবং বিক্রম ঘোষ। 'ইয়ে দেশ' দেশপ্রেম ও আবেগে ভরা এমনই একটি অনন্য গান যা সুর করেছেন ওস্তাদ বিক্রম ঘোষ। এ গানের মাধ্যমে দেশের সমৃদ্ধ ইতিহাস ও উন্নয়ন যাত্রা তুলে ধরা হয়েছে, যাতে দেখা যায় ঐতিহ্য ও আধুনিকতা।

'ইয়ে দেশ' শ্রেষ্ঠত্বের এমনই এক মধুর দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে যে, অস্কারের দৌড়ে যুক্ত ও মর্যাদাপূর্ণ সঙ্গীত নাটক আকাদেমি পুরস্কারে ভূষিত ওস্তাদ বিক্রম ঘোষের শিল্পকলার এক উজ্জ্বল উদাহরণ প্রস্তুত করবে। প্রবীণ গায়ক এবং উদীয়মান কণ্ঠে সজ্জিত, 'ইয়ে দেশ'-এ অনন্য কণ্ঠ এবং যন্ত্রের একটি চমৎকার সমন্বয় রয়েছে।

প্রবীণ এবং উদীয়মান শিল্পীদের সঙ্গম এই গানটিকে নতুন উচ্চতা প্রদান করে ।সংগীতের ক্ষেত্রের স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব - হরিহরন, রিচা শর্মা, শান, কবিতা শেঠ, মহালক্ষ্মী আইয়ার তাদের মধুর কণ্ঠে গানটিকে সাজিয়েছেন। শুধু তাই নয়, 'ইন্ডিয়ান আইডল' প্রতিযোগী ঋষি সিং, দেবস্মিতা রায়, চেরাগ কোতওয়াল, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, সেঁজুতি দাস এবং 'সুপারস্টার গায়ক' মোহাম্মদ ফয়েজও তাদের গাওয়া এই গানটিকে আরও বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এই গানে যেভাবে সব ধরনের স্ট্রিং ইন্সট্রুমেন্ট ব্যবহার করা হয়েছে তা প্রশংসনীয়। পণ্ডিত বিশ্বমোহন ব্রহ্ম ভট্ট মোহন বীণা বাজিয়ে ছেন, পণ্ডিত রনু মজুমদার বাঁশি বাজিয়েছেন, মিস্টার পূর্বায়ন চ্যাটার্জি সেতার বাজিয়েছেন, মিঃ রাজেশ বৈদ্য বীণা বাজিয়েছেন এবং ওস্তাদ বিক্রম ঘোষ নিজে তবলাএ যে সুর বাজিয়েছেন, সেটি অসাধারণ।

দেশপ্রেম এবং সংজ্ঞায়িত জাতীয়তাবাদে ভরপুর এই মধুর গানটি ভিডিও ফরম্যাটে পরিচালনা করেছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা ইন্দ্রজিৎ নট্টোজি। হাতে আঁকা, অ্যানিমেটেড পেইন্টিং গুলো এই ভিডিওতে দেখা যায় যা ইন্দ্রজিৎ নট্টোজির স্বাক্ষর শৈলী হিসাবে বিবেচিত হয়। দেশপ্রেমের অনুভূতির বর্ণনা দিয়ে এই গানটি পর্দায় আনা হয়েছে সমান সৌন্দর্যে।

'ইয়ে দেশ'-এর হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়া গানটি প্রতিভাবান গীতিকার সুতপা বসু লিখেছেন। তিনি গানটিতে ভারতীয়ত্বের কথাগুলি এবং ভারতের নাগরিক হওয়ার অর্থ কে সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন।

https://www.youtube.com/watch?v=ckMToar-AN8

মহন্ত সন্ত প্রসাদ দাসের মৃত্যু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আহমেদাবাদ,বিহারের সমষ্টিপুর জেলার বাধি একদারায় অবস্থিত কবির আশ্রমের মহন্ত সন্ত প্রসাদ দাস গত সন্ধ্যায় এখানে মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৮১বছর।

পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আজ তাকে দাহ করা হয়েছে।পুত্র অভয় সিং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করলেন।মহন্ত দাস, যিনি বিহার প্রোডাক্ট সার্ভিসের আধিকারিক ছিলেন, তিনি সামাজিক উদ্বেগ সম্পর্কিত অনেক সংস্থার সাথে যুক্ত ছিলেন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে তিনি ভিএইচপিতে সক্রিয় ছিলেন।

কলকাতার মত জায়গাতে পিতার হাতে

ধর্ষিত হতে চলেছিল মেয়ে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কলকাতার মত জায়গাতে মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বহুবার, তেমনি ভাবি অসহায়

সৃতি বিশ্বাস, অনেকে বাইরের নৃশংস ধর্ষণের হাত থেকেই নিজেকে রক্ষা করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে, সৃতি জীবনে তার ঠিক উল্টোটা ঘটে চলেছে তার নিজের পিতার হাতে তিনি ধর্ষিত হতে চলেছিল। অসহায় মহিলা সারারাত থানায় বসে থাকার পরেও পুলিশের কোন সহানুভূতি দেখায়নি, বাধ্য হয়ে পরের দিন সকালবেলায় তাকে হুমকি দিয়ে, ভয় দেখিয়ে এফআইআর যাতে না হয় সে ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল পুলিশ তেমনি অভিযোগ। অসহায় মহিলা যা জানালেন ছোটবেলা থেকেই আমি মা বাবার কাছ থেকে মানসিক এবং শারীরিক নির্যাতন ও পরবর্তীকালে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছি। গতকাল ১৪ ই আগস্ট আমার বাবা আমাকে ধর্ষন করার চেষ্টা করেন এবং মা-বাবা দুজনে মিলে আমাকে প্রাণে মেরে ফেলার চেষ্টা করেন। কোনরকমে সেখান থেকে পালিয়ে আমি প্রশাসনের সাহায্য চাইতে গেলে প্রশাসন আমাকে কোনরকম সাহায্য করেনি। বরং নাগেরবাজার থানার পুলিশ ও এস আই আমাকে বিভিন্নভাবে ভয় দেখায় এবং বলে আমি এফআইআর করেও কিছু করতে পারবো না। তাদের কাছে বারংবার সুরক্ষা চাইলেও তারা আমাকে কোনরকম সুরক্ষা প্রদান করেনি। সারারাত আমাকে থানায় বসিয়ে রাখা হয় কিন্তু আমার এফ আই আর গ্রহণ করা হয় না এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়নি বরং থানার এসআই আমার পরিবারের লোকের সাথে মিলে বারংবার আমাকে হুমকি দেয় যে আমি এফআইআর করেও কিছু করতে পারব না তাই আমি যেন এফ আই আর না করি এবং বাড়ি ফিরে যাই। আমি আমার সিদ্ধান্তে অনড় থাকাতে আমার বাবা-মা বারংবার বিভিন্ন লোক পাঠিয়ে আমাকে খুন করার হুমকি দেয়। যেহেতু আমি অসহায় ভাবে রাস্তায় রয়েছি তাই এমনও বলা হয় যে আমাকে গাড়ি চাপা দিয়ে দেওয়া হতে পারে তারা এটাও বলেন সংবিধান অনুসারে আমি তাদের বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারব না কারণ ভারতীয় সংবিধান বিক্রি হয়। বর্তমানে আমি একজন নিপীড়িতা আশ্রয়হীন সুরক্ষাহীন একজন নারী তাই আমি মিডিয়া এবং প্রশাসনের কাছে আমার সুরক্ষার জন্য আবেদন জানাই। এরপরেও যদি উনারা আমার সুরক্ষার কোন ব্যবস্থা না করেন তাহলে আমার বাড়ির লোক আমাকে ধর্ষণ বা খুন করবে না হলে আমাকে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হতে হবে।

পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব

নকুল কুমার মন্ডল : হুগলি/কলকাতা: নিউজ সারাদিন : যেখানে ১৫ই আগস্ট সারা দেশে পালিত হয়েছিল, হুগলির ভিক্টোরিয়া জুট মিল পরিবার স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেছে। মিল প্রাঙ্গণে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব সুব্রত গুপ্ত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং নিরাপত্তা কর্মীদের কুচকাওয়াজের সালাম গ্রহণ করেন। দেশে মিলকে সর্বোত্তম স্থানে নিয়ে যাওয়ার কথা বলেন রাজ্যের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব সুব্রত গুপ্তা ।মিলের কর্ণধার শ্রীকুমার তোশনিওয়াল বলেন, পরিবর্তন প্রকৃতির নিয়ম। পৃথিবী খুব দ্রুত বদলে যাচ্ছে। আমাদের দেশ এবং আমাদের কোম্পানিও এর থেকে আলাদা নয়। কুলদীপ ত্যাগী, সুনিতা তোশনিওয়াল, ঊষা ঝাঁওয়ার, তৃণমূল আইএনটিইউসি নেত্রী ও ভদ্রেশ্বর পৌরসভার ভাইস চেয়ারম্যান ফিরোজ খান, কাউন্সিলর রাজ কুমার তাঁতি, সিটু নেতা মো. কাসিম ও ইশানুল হক উপস্থিত ছিলেন এবং সামাজিক অনুষ্ঠান হয়।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

১-ম পাতার পর

সরকারি প্রকল্পগুলি ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষকে দারিদ্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত করেছে এবং তাঁরা নব্যমধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছেন : প্রধানমন্ত্রী

কোটি টাকা ব্যয় করা হতো। আজ তা বৃদ্ধি পেয়ে ৩ লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে।"

দরিদ্র মানুষদের বাড়ির জন্য অর্থ বরাদ্দ চারগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে, কৃষকদের ভর্তুকি বাবদ ১০ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে

প্রধানমন্ত্রী দেশবাসীকে জানান, আগে দরিদ্র মানুষদের গৃহ নির্মাণে ৯০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হতো। আজ সেই পরিমাণ চারগুণ বৃদ্ধি করে ৪ লক্ষ কোটি টাকার বেশি হয়েছে। শ্রী মোদী আরও বলেন, যখন আন্তর্জাতিক বাজারে এক ব্যাগ ইউরিয়ার দাম তিন হাজার টাকা, তখন আমাদের দেশে কৃষকদের কাছে তা তিনশো টাকায় পৌঁছে দেওয়া হচেছ। "যখন আন্তর্জাতিক বাজারে এক ব্যাগ ইউরিয়ার দাম তিন হাজার টাকা, তখন আমারা আমাদের কৃষকদের কাছে তা তিনশো টাকায় পৌঁছে দিচ্ছি। এর জন্য সরকার ভর্তুকি বাবদ ১০ লক্ষ কোটি টাকা ব্যয় করছে।"

মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে প্রায় ১০ কোটি নাগরিক কর্মসংস্থান সৃষ্টিকারী হয়ে উঠেছেন

প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার বিষয়ে ব্যাখ্যা করে বলেন, বর্তমানে কোটি কোটি নাগরিক শিল্পোদ্যোগী হয়ে উঠেছেন এবং তাঁরা অন্যের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করছেন। "২০ লক্ষ কোটি টাকা মুদ্রা যোজনার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। এই অর্থ স্বনির্ভর হয়ে ওঠা, ব্যবসা-বাণিজ্য করা এবং আমাদের যুব সম্প্রদায়ের শিল্পোদ্যোগের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রায় ৮ কোটি মানুষ নতুন ব্যবসা শুরু করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, ওই ৮ কোটি মানুষ শুধুই ব্যবসা করছেন। তাঁরা তাঁদের উদ্যোগের মাধ্যমে এক-দুজনের কাজের ব্যবস্থাও করছেন। অর্থাৎ মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে ৮ কোটি মানুষ যে সাফল্য অর্জন করেছেন, তার ফলে আরও ৮ থেকে ১০ কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে।" তিনি আরও বলেন, কোভিড-১৯ অতিমারীর সময়ে ব্যবসা-বাণিজ্যকে নানা ভাবে সহায়তা করা হয়েছে। অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগকে সহায়তার জন্য ৩ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এর ফলে ওই সংস্থাগুলি মহামারীর সময় আর্থিক সঙ্কটের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে নিজেদের ক্ষমতায় আরও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। প্রধানমন্ত্রী জানান, 'এক র‍্যাঙ্ক এক পেনশন' উদ্যোগ বাস্তবায়নের ফলে দেশের কোষাগার থেকে আমাদের সৈনিকদের কাছে ৭০ হাজার কোটি টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে, যা আসলে তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের এক নিদর্শন। আমাদের অবসরপ্রাপ্ত সৈনিকরা এই অর্থ পেয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এরকম আরও অনেক উদ্যোগ দেশের উন্নয়নের পক্ষে সহায়ক হয়েছে। এগুলি দেশের বিভিন্ন অংশে নতুন নতুন কর্মসংস্থানের সৃষ্টি করেছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় বাজেটে অর্থ বরাদ্দ বহুগুণ বেড়েছে। "১৩ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ দারিদ্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়ে নব্যমধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নিত হয়েছেন" শ্রী মোদী বলেন, এই সমস্ত উদ্যোগের ফলে ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষ দারিদ্রের নাগপাশ থেকে মুক্ত হয়েছেন। তাঁর সরকারের ৫ বছরের সময়কালে এই মানুষগুলি নব্যমধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নিত হয়েছেন। এই সাফল্য অর্জন জীবনে সবচেয়ে বেশি আনন্দের। প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, আবাস যোজনা, রাস্তার হকারদের জন্য স্বনিধি প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। এধরনের বিভিন্ন প্রকল্পই ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ মানুষকে দারিদ্রের নাগপাশ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে সাহায্য করেছে।

১-ম পাতার পর

যাদবপুরে ছাত্রমৃত্যুর পর ৪ বার জিবি বৈঠকে 'ক্লাস' নেয় প্রাক্তনীরা!

গত ৯ আগস্ট রাতে রক্তাক্ত অবস্থায় প্রথম বর্ষে ছাত্রটিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত প্রাণ হারায় নাবালক পড়ুয়া। মৃত্যুর ঘটনায় খুনের মামলা রুজু করে পুলিশ। বেশ কয়েকজনের নামও এফআইআরে উল্লেখ করেন মৃতের বাবা। সেই অনুযায়ী পুলিশ তদন্তে নামে। তবে হস্টেল প্রায় ফাঁকা হয়ে যায়। বেশিরভাগই হস্টেল ছেড়ে চলে যায়। তা সত্ত্বেও পুলিশ দফায় দফায় এখনও পর্যন্ত কমপক্ষে ২২ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। পুলিশের দাবি, তাদের সকলের বয়ান প্রায় একইরকম। আর তার জেরে পুলিশ মনে করছে, ছাত্রমৃত্যুর পর থেকে হওয়া পরপর চারবারের জিবি বৈঠকেই হয়তো বয়ানের ক্লাস নেয় প্রাক্তনীরা। আর বাঁধা গতে সেই অনুযায়ী কথা বলে যাচ্ছে সকলে।

১-ম পাতার পর

৫ ঘণ্টার ঝটিকা সফরে কলকাতায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু, কী কর্মসূচি রয়েছে তাঁর?

রাষ্ট্রপতি। সেখানকার একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়ার পর জিআরএসই'র অনুষ্ঠানে যাবেন তিনি। ভারতীয় নৌসেনার অত্যাধুনিক রণতরী 'বিন্ধ্যগিরি'র যাত্রা শুরু হবে তাঁর হাত দিয়ে। দুপুর ১টা ৪০ থেকে ৩টে ১০ মিনিট পর্যন্ত ওই অনুষ্ঠানে থাকবেন দ্রৌপদী মুর্মু। তার পর সেখান থেকেই আবার নয়াদিল্লি ফিরবেন তিনি।

দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে

মহিলাদের নেতৃত্বে উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী : স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে প্রধানমন্ত্রী

নতুন দিল্লি, ১৬ অগাস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী লালকেল্লার প্রাকার থেকে স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে তাঁর ভাষণে বলেন, দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের নেতৃত্বে উন্নয়ন অত্যন্ত জরুরী । আজ ভারত গর্বের সঙ্গে বলতে পারে বিশ্বের মধ্যে এদেশেই অসামরিক বিমান চলাচল ক্ষেত্রে মহিলা বিমান চালকের সংখ্যা সর্বাধিক । মহিলা বিজ্ঞানীরা চন্দ্রযান মিশনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন ।

শ্রী মোদী জানান, মহিলাদের নেতৃত্বে উন্নয়নের প্রসঙ্গটি নিয়ে তিনি জি-২০ সম্মেলনে আলোচনা করেছেন । জি-২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলি তাঁর বক্তব্যকে সমর্থন জানায় এবং এর গুরুত্বকে স্বীকৃতি দিয়েছে । নারী সম্মানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী তাঁর একটি বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতার কথা সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেন । সেই সফরে সংশ্লিষ্ট দেশের এক প্রবীণ মন্ত্রী জানতে চান ভারতের মহিলারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়ে পড়াশোনা করেন কিনা । প্রধানমন্ত্রী জবাবে বলেন, বর্তমানে আমাদের দেশে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং গণিত নিয়ে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বেশি সংখ্যায় পড়াশুনো করেন । সারা বিশ্ব আমাদের ক্ষমতার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ।

ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে পণ্য আমদানি-রপ্তানি ব্যবস্থাকে

আরও সহজ করে তুলতে পারস্পরিক স্বীকৃতি ব্যবস্থা কার্যকর করতে সম্মতি দিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : পারস্পরিক স্বীকৃতিদান সম্পর্কিত একটি চুক্তি ব্যবস্থা (এমআরএ) বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে একটি প্রস্তাব আজ অনুমোদিত হল প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে। ভারতের রাজস্ব দপ্তরের পরোক্ষ কর ও কাস্টমস পর্ষদ (সিবিআইসি) এবং অস্ট্রেলিয়া সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের মধ্যে সমন্বয়ের ভিত্তিতে এই ব্যবস্থা চালু হবে। দু'দেশের পক্ষ থেকে যে তারিখে এই ব্যবস্থা স্বাক্ষরিত হবে সেদিন থেকে সেটি কার্যকর হবে। দু'দেশের কাস্টমস কর্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে এমআরএ-র খুঁটিনাটি চূড়ান্ত করা হয়েছে। এই চুক্তি তথা ব্যবস্থার আওতায় দু'দেশ থেকে পণ্য আমদানি-রপ্তানির বিষয়টি আরও সহজ হয়ে উঠবে। ভারতের রপ্তানিকারকরা অস্ট্রেলিয়ায় পণ্য পরিবহণের কাজে বিশেষ সুবিধা পাবেন এই ব্যবস্থাটি কার্যকর হলে। এর মধ্য দিয়ে দু'দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক লেনদেন সম্পর্ক আরও জোরদার হয়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে

ক্রীড়াক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতাপত্রে অনুমোদন

নতুন দিল্লি, ১৬ অগাস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রে সহযোগিতা সংক্রান্ত সমঝোতাপত্রটি অনুমোদিত হয়েছে । কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রক এবং অস্ট্রেলিয়ার স্বাস্থ্য ও প্রবীণ নাগরিক বিষয়ক দফতরের মধ্যে এই সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয় । এই সমঝোতাপত্রের ফলে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ক্রীড়াক্ষেত্রে বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদান করতে সুবিধা হবে । ক্রীড়াবিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিকাঠামো, ক্রীড়াবিদ এবং প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ, ক্রীড়া সংক্রান্ত প্রশাসন, তৃণমূল স্তরে খেলাধুলায় অংশগ্রহণ এবং বড়বড় খেলা আয়োজনের ক্ষেত্রে তথ্যের আদানপ্রদান করা হবে । ফলস্বরূপ আমাদের ক্রীড়াবিদদের আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় সুবিধা হবে । এছাড়াও ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক শক্তিশালী হবে । অস্ট্রেলিয়ার ক্রীড়াক্ষেত্রও এই সমঝোতাপত্রের মাধ্যমে উপকৃত হবে ।

চিকিৎসা সম্পর্কিত উৎপাদনের নিয়মনীতির বিষয়ে

আলোচনা ও সহযোগিতার পরিসর বাড়াতে ভারত-সুরিনাম মউ স্বাক্ষরের বিষয়টি আজ তুলে ধরা হল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে

নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের সেন্ট্রাল ড্রাগস স্ট্যান্ডার্ড কন্ট্রোল অর্গানাইজেশন (সিডিএসসিও) এবং সুরিনামের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের মধ্যে চিকিৎসা সম্পর্কিত উৎপাদনের নিয়মনীতি সংক্রান্ত একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়েছে এ বছরের ৪ জুন তারিখে। এই মউ স্বাক্ষরের বিষয়টি সম্পর্কে আজ বিস্তারিতভাবে অবহিত করা হল প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে। শ্রী মোদী আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। এই চুক্তি স্বাক্ষরের উদ্দেশ্য হল চিকিৎসা সম্পর্কিত উৎপাদনের আইনকানুন ও নিয়মনীতি সম্পর্কে দুদেশের মধ্যে গঠনমূলক আলাপ-আলোচনার পরিসরকে আরও প্রশস্ত করা। স্বাক্ষরিত মউ-এর আওতায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রটিতে দুদেশের মধ্যে তথ্যের আদানপ্রদান ও ফলপ্রসূ সহযোগিতার এক অনুকূল বাতাবরণ গড়ে উঠবে বলে আশা করা হচ্ছে।

২ পাতার পর

৭৭ তম স্বাধীনতা দিবদ পালন - বরানগর পল্লীবাসী সঙ্ঘের -'সংহতি উৎসব'

অনুষ্ঠানটি হয়। এই মহতী অনুষ্ঠানকে তাঁরা 'সংহতি দিবস' হিসেবে পালন করেন। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ সৌগত রায়,বিধায়ক তাপস রায়, বরানগর পৌরসভার প্রধানা অপর্ণা মৌলিক সহ সমাজের বহু বিশিষ্ট মানুষ ।অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির আসন অলঙ্কৃত করেন রামকৃষ্ণ মিশন শিল্প মন্দিরের প্রধান স্বামী ভিদাতিতানন্দ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা সৌরভ চ্যাটার্জী, সুরজিৎ ব্যানার্জি,ফাহিম মির্জা ও বিশিষ্ট অভিনেত্রী সায়নী বাগচী প্রমুখ। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দুই বিশিষ্ট সমাজ সেবক অজয় ঘোষ ও সুপ্রিয় ঘোষ। ঘটনাচক্রে আজ পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ১৩৭তম তিরোধান দিবসকে স্মরণে রেখে এলাকায় ১৩৭টি বৃক্ষ রোপন করা হয়। বিশ্বকে সবুজ করা এখন আমাদের প্রধান লক্ষ্য ।এই সবুজায়নের লক্ষ্যেই ১৩৭টি বৃক্ষ রোপন করা হয়। এর সঙ্গে চলে সারাদিন ব্যাপী বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ।নাচ,গান ও নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে আজকের দিনটিকে উদযাপিত করা হয়। বরানগরে পালিত হয় 'সংহতি উৎসব'।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

২ বর্ষ ২২৬ সংখ্যা ১৭ আগস্ট, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

আমাদের দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও তোষণের মতো তিন শত্রুর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করতে হবে : প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ ৭৭ তম স্বাধীনতা দিবসে লালকেল্লার প্রাকার থেকে জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিয়েছেন। তিনি বলেন, "যদি আমাদের স্বপ্ন পূরণ করতে হয়, আমাদের সংকল্পগুলিকে বাস্তবায়িত করতে হয় তাহলে দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও তোষণ - এই তিন শত্রুর বিরুদ্ধে লড়াই করার এটিই সঠিক সময়"। শ্রী মোদী বলেন, প্রথম শত্রু হল দুর্নীতি। আমাদের দেশে সব সমস্যার মূলেই রয়েছে এই ব্যাধি। "দুর্নীতির থেকে মুক্তি পাবার জন্য, প্রতিটি ক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করার এটিই সঠিক সময়। প্রিয় দেশবাসী, আমার পরিবারের সদস্যরা এটি মোদীর প্রতিশ্রুতি; এটি আমার ব্যক্তিগত অঙ্গীকার যে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমি আমার লড়াই অব্যাহত রাখবো।"

দ্বিতীয়ত পরিবারতান্ত্রিক রাজনীতি আমাদের দেশকে ধ্বংস করে দিয়েছে। "পরিবারতন্ত্রের এই ব্যবস্থা দেশকে আঁকড়ে ধরেছে। ফলস্বরূপ দেশের মানুষের বিভিন্ন অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।" তৃতীয় শত্রু হল তোষণ। প্রধানমন্ত্রী বলেন, "তোষণ দেশের মানুষের মূল ভাবধারাকে বিঘ্নিত করেছে। আমাদের সম্প্রীতির যে জাতীয় চরিত্র রয়েছে সেটি নষ্ট হয়েছে। এই মানুষগুলি সবকিছুকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আর তাই আমাদের এই তিনটি বিপদের বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই করতে হবে। দুর্নীতি, স্বজনপোষণ ও তোষণ - এই তিনটি সমস্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমাদের দেশের মানুষের উচ্চাকাঙ্খা দমিত হয়েছে।"

এই বিপদগুলি আমাদের দেশের মানুষের ক্ষমতাকে হরণ করেছে। শ্রী মোদী বলেন, "আমাদের জনসাধারণের আশা ও আকাঙ্খার ওপর এই বিষয়গুলি প্রশ্নবোধক চিহ্ন লাগিয়ে দিয়েছে। আমাদের দরিদ্র জনসাধারণ - তাঁরা দলিত হতে পারেন, পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষ বা পসমন্দা সম্প্রদায়ের সদস্য হতে পারেন, অথবা আমাদের আদিবাসী ভাই-বোন হতে পারেন বা আমাদের মা ও বোনেরাও হতে পারেন - আমাদের সকলকে এই তিনটি বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হবে, যাতে তাঁদের অধিকার সুনিশ্চিত হয়।"

দুর্নীতির সমস্যার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "আমাদের দুর্নীতির বিরুদ্ধে একটি পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে। জনজীবনে দুর্নীতির মতো বড় বিপদ আর কিছু নেই।" শ্রী মোদী বলেন, দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে প্রযুক্তিকে কাজে লাগাতে হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, কিভাবে প্রযুক্তির সাহায্যে ১০ কোটি ভুয়ো সুবিধাভোগীর নাম বিভিন্ন প্রকল্প থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। আর্থিক অপরাধে পলাতক ব্যক্তিদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার পরিমাণ ২০ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। স্বজনপোষণ এবং পরিবারতন্ত্রের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের অর্থ দাঁড়ায় - রাজনৈতিক দল হল পরিবারের, পরিবার দ্বারা পরিচালিত এবং পরিবারের জন্য রাজনৈতিক দল। এর ফলে প্রতিভার বিনাশ ঘটে। "বলাই বাহুল্য গণতন্ত্রকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করতে হবে।" একই ভাবে সামাজিক ন্যায় তোষণের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। "তোষণের জন্য রাজনীতির ভাবনা এবং বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প সামাজিক ন্যায়কে হত্যা করে। আর তাই আমরা মনে করি উন্নয়নের সব থেকে বড় দুই শত্রু হল তোষণ এবং দুর্নীতি। দেশ যদি উন্নয়ন চায় এবং ২০৪৭ সালের মধ্যে উন্নত ভারত গড়ার স্বপ্ন পূরণ করতে চায় তাহলে কোন পরিস্থিতিতেই আমাদের দুর্নীতির সঙ্গে আপোষ করলে চলবে না। এই ভাবনায় আমাদের এগিয়ে যেতে হবে।"

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ভারত ও সুরিনামের মধ্যে

ওষুধ সংক্রান্ত স্বাক্ষরিত চুক্তিটি অনুমোদন

নতুন দিল্লি, ১৬ অগাস্ট, ২০২৩ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে ভারত ও সুরিনামের মধ্যে গত চৌঠা জুন ওষুধ সংক্রান্ত যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, সেবিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা হয় । ভারতের রাষ্ট্রপতির সুরিনাম সফরকালে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রকের ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া কমিশন এবং সুরিনামের স্বাস্থ্য মন্ত্রক এই চুক্তি স্বাক্ষর করে। চুক্তি অনুযায়ী ওষুধ শিল্পের নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে দুই দেশ তথ্যের আদানপ্রদান করবে । এছাড়াও নিজ নিজ দেশের আইন ও নিয়মাবলী সম্পর্কে অন্য দেশকে অবহিত করবে ।

- সুরিনামে ওষুধ উৎপাদন এবং আমদানির সময় ওষুধের গুণমান যাচাই করার জন্য ইন্ডিয়া ফার্মাকোপিয়ার নিয়মগুলিকে অনুসরণ করা হবে
- ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক গ্রহণ করবে
- আইপিআরএস এবং ওষুধের মান সংক্রান্ত তথ্যাদি নির্ধারণের সময় ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া কমিশনের নিয়ম মেনে চলা হবে
- জেনেরিক ওষুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সুরিনামের ওষুধের আরও গুণমান বৃদ্ধিতে সুবিধা হবে
- ওষুধ উৎপাদন সংক্রান্ত ফার্মাকোপিয়ার নিয়মগুলি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা গড়ে তুলতে সহায়তা করা হবে
- ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়ার মনোগ্রাফ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য আদান-প্রদান করা হবে
- সংশ্লিষ্ট দেশগুলির চাহিদা অনুযায়ী জনস্বাস্থ্য ক্ষেত্রে নিয়ামক সংস্থাগুলির দক্ষতা বৃদ্ধি করা হবে
- দুদেশের পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির সহায়তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা হস্তান্তর করা হবে এই সমঝোতাপত্র অনুসারে বিদেশে ওষুধ রপ্তানীর ক্ষেত্রে বিশেষ সুবিধা হবে, যার মধ্যে দিয়ে আত্মনির্ভর ভারতের পথে আরও একধাপ এগোনো যাবে। ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক ব্যবস্থাপনাকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভের মাধ্যমে এদেশের ওষুধ শিল্প উপকৃত হবে । এরফলে ভারতীয় ওষুধ সহজেই অন্যদেশে রপ্তানী করা যাবে । সংশ্লিষ্ট দেশগুলিতে জেনেরিক ওষুধ উৎপাদনের ক্ষেত্রেও সুবিধা হবে । যার ফলে ওই দেশের নাগরিকরা স্বল্পমূল্যে ওষুধ কিনতে পারবেন । বিভিন্ন নিয়মের সরলীকরণের ফলে ভারত থেকে ওষুধ রপ্তানীতে সুবিধা হবে । ফলস্বরূপ ওষুধ শিল্পের সঙ্গে যুক্ত পেশাদার ব্যক্তিরা উপকৃত হবেন । এছাড়াও কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে । ভারতীয় ওষুধ প্রস্তুতকারক ব্যবস্থাপনা বা ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া বর্তমানে আফগানিস্তান, ঘানা, নেপাল, মরিশাস ও সুরিনাম এই পাঁচটি দেশে সরকারি ভাবে স্বীকৃত ।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

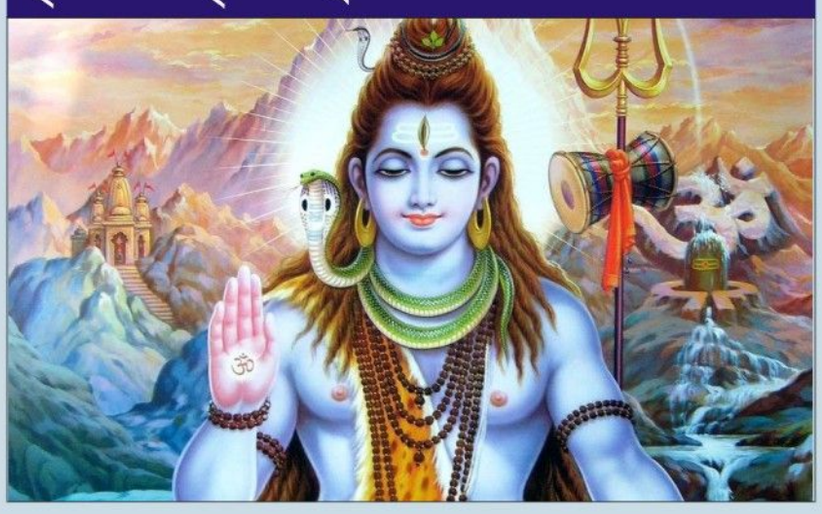

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ফিরে আসি দেবাদিদেব মহাদেবের আদি কথাতে,শিবের আরাধনা করে বহু মানুষ বহু উপকৃত হয়েছে। তেমনি তথ্য বিশ্বজুড়ে বিরাজমান। বেকার দের প্রাপ্য সম্মান দেওয়া হয় না তারা যতই শিক্ষিত হোক না কেন। বেকাররা সমাজ ও আত্মীয় পরিজন দের কাছে বোঝা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা থেকে বাংলায়ও রথযাত্রার সূচনা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

বাংলার বাঙ্গালীদের বারো মাসে তেরো পার্বণ,আমরা বাঙালিরা এমন দুবেলা-দুমুঠো অন্য পেটে না পড়লেও আমোদ-প্রমোদে বেঁচে থাকতে ভালোবাসি। আড্ডা বিশ্বাসী বাঙালি। বাংলার ইনফরমেশন টেকনোলজি বা ডিজিটাল মিডিয়ার যুগে ও ঘুরেফিরে আসে মাসে একটা করে উৎসবের রীতি-রেওয়াজ যা প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত। বিজ্ঞানসম্মত ও ঈশ্বর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে প্রাচীনকালের এই কৃষ্টি-কালচার ও সংস্কৃতি প্রচলিত উৎসব। আর এই উৎসব ইতিহাস আজ আমার কলমে তুলে ধরবো!হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের চার ধামের একটি জগন্নাথদেবের মন্দির। বিশেষ করে বিষ্ণু ও কৃষ্ণ উপাসকদের নিকট এটি পবিত্র তীর্থস্থান। জগন্নাথ মন্দিরটি পুরীর পূর্ব সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদেশ পালনার্থে প্রাথমিকভাবে মন্দিরটি নির্মাণের পর, জগন্নাথ মন্দিরটি দ্বাদশ শতাব্দীতে পুনঃনির্মাণ করেন গঙ্গা রাজবংশের রাজা অনন্তবর্মণ চোদাগঙ্গা। কিন্তু মন্দিরটির কাজ সমাপ্ত করেন তার বংশধর অঙ্গভিমা দেব। যদিও মন্দিরের নির্মাতাদের নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। ১০.৭ একর জমিতে ২০ ফুট প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত জগন্নাথ মন্দির। ভোগমন্দির, নটমন্দির, জগমোহনা এবং দেউল নামে চারটি বিশেষ কক্ষ আছে মন্দিরে। ভোগমন্দিরে খাওয়া দাওয়া হয়, নটমন্দিরে আছে নাচ-গানের ব্যবস্থ্যা, জগমোহনায় ভক্তরা পূজাপাঠ করেন এবং দেউলে পূজনীয় বিগ্রহগুলো স্থাপিত। প্রধান মন্দিরের কাঠামো মাটি থেকে কিছুটা উঁচুতে নির্মিত এবং দুটি আয়তাকার দেয়াল দ্বারা আবৃত। বহিঃপ্রাঙ্গণকে মেঘনাদ প্রাচীর বলা হয় (২০০মিটার/১৯২ মিটার) এবং অভ্যন্তরীণ ঘাঁটিটি কুর্মাবেদ নামে পরিচিত (১২৬ মিটার/৯৫ মিটার)। মন্দিরে চারটি প্রবেশদ্বার রয়েছে- সিংহদ্বার, হস্বদ্বার, খঞ্জদ্বার এবং হস্তীদ্বার। জগন্নাথ মন্দিরের আশেপাশে প্রায় তিরিশটি ছোট-বড় মন্দির লক্ষ্য করা যায়।জগন্নাথ দেব কে কেন্দ্র করে কি রথের ইতিহাসের সূচনা। না অন্য কথা বলছে সেট আজ আমার গবেষণায় তথ্য তুলে ধরছি। শুধু রথযাত্রা এখানে থেমে থাকেনি! স্কন্দপুরাণে সরাসরিভাবে জগন্নাথদেবের রথযাত্রার কথা পাওয়া যায়। সেখানে 'পুরুষোত্তম ক্ষেত্র মাহাত্ম্য' কথাটি উল্লেখ করে মহর্ষি জৈমিনি রথের আকার, সাজসজ্জা, পরিমাপ ইত্যাদির বর্ণনা দিয়েছেন। 'পুরুষোত্তম ক্ষেত্র' বা 'শ্রীক্ষেত্র' বলতে আসলে পুরীকেই বোঝায়।পুরীতেই যেহেতু জগন্নাথ দেবের মন্দির স্থাপিত, তাই এই মন্দিরকে পবিত্রতম স্থান বলে মনে করা হয় এবং এর অন্যতম আকর্ষণ রথযাত্রা। প্রতি বছর রথযাত্রার উদ্বোধন করেন সেখানকার রাজা। রাজত্ব না থাকলেও বংশপরম্পরা ক্রমে পুরীর রাজপরিবার আজও আছে। সেই রাজপরিবারের নিয়ম অনুসারে, যিনি রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন, তিনিই পুরীর রাজা জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রাদেবীর পর পর তিনটি রথের সামনে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন এবং সোনার ঝাড়ু ও সুগন্ধী জল দিয়ে রথের সম্মুখভাগ ঝাঁট দেন। তারপরই পুরীর রথের রশিতে টান পড়ে। শুরু হয় জগন্নাথদেবের রথযাত্রা। তিনজনের জন্য আলাদা আলাদা তিনটি রথ। রথযাত্রা উৎসবের মূল দর্শনীয় দিকটিও হল এই রথ তিনটি। তিনটি রথ যাত্রার কিছু নিয়ম রয়েছে এবং রথের আকার, রঙেও ভিন্নতা দেখা যায়।বিস্তারিত আলোচনা করলে একটা রামায়ণ-মহাভারতের মতন বইসমগ্র তৈরি হয়ে যেতে পারে। তাই আমরা ফিরে আসবো বাংলার রথ যাত্রার ইতিহাস।বাংলা আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়া তিথিতে রথ উৎসব হয়ে থাকে। এই দিন দাদা বলরাম ও বোন সুভদ্রার সঙ্গে গুন্ডিচা মন্দিরে যান জগন্নাথ। সেখান থেকে সাতদিন পর নিজ মন্দিরে ফিরে আসেন। যাওয়ার দিনকে বলে সোজা রথ এবং একই পথে নিজ মন্দিরে ফিরে আসাকে বলে উলটা রথ। পরপর তিনটি সুসজ্জিত রথে চেপে যাত্রা শুরু করেন তারা। গুন্ডিচা মন্দির ভ্রমণকেই আবার মাসির বাড়ি যাওয়া মনে করেন অনেকে। পুরাবিদেরা বলেন, রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নের স্ত্রীই ছিলেন গুণ্ডিচা। তবে এ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতবিভেদ দেখা যায়।তবে বাংলায় রথ প্রচলনের আবার ভিন্ন প্রেক্ষাপট। পুরাবিদদের মতানুযায়ী, পুরীর জগন্নাথদেবের রথযাত্রা থেকে বাংলায়ও রথযাত্রার সূচনা চৈতন্য মহাপ্রভু নীলাচল থেকে এই ধারাটি বাংলায় নিয়ে আসেন চৈতন্যভক্ত বৈষ্ণবরা বাংলায় পুরীর অনুকরণে রথযাত্রার প্রচলন করেন। এখন বাংলার বহু জায়গাতেই এই রথযাত্রা অত্যন্ত জনপ্রিয় সেই কারণেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এই পঙক্তিগুলোর সাথে কে না পরিচিত? বিশ্বকবি যে রথযাত্রার কথা কবিতায় লিখেছেন, সে রথযাত্রার রয়েছে সুদীর্ঘ ইতিহাস। সে ইতিহাসে আছে কল্পকাহিনী আর পুরাণের মিশেল, আছে ধর্মীয় ভাবগাম্ভীর্য আর আচার-প্রথার বর্ণনা। সেসব ইতিহাস আর প্রথাসিদ্ধ ঘটনার বর্ণনা নিয়ে এই আয়োজন।'রথ' শব্দের আভিধানিক অর্থ অক্ষ, যুদ্ধযান বা কোনোপ্রকার যানবাহন অথবা চাকাযুক্ত ঘোড়ায় টানা হালকা যাত্রীবাহী গাড়ি। এই গাড়িতে দুটি বা চারটি চাকা থাকতে পারে। সাধারণত অভিজাত শ্রেণীর ঘোড়ার গাড়িকে রথ বলা হয়। পৌরাণিক কাহিনীতে রথের ব্যবহার দেখা যায় যুদ্ধক্ষেত্রে। মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে সেনানায়করা রথে চড়ে নিজেরা যুদ্ধ করেছেন এবং সেনাবাহিনীকে পরিচালনা করেছেন।

তবে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের কাছে রথ শব্দের অর্থ কিন্তু ভিন্ন। গুরুত্ব এবং শ্রদ্ধার দিক থেকেও বেশ উপরে। তাদের কাছে রথ একটি কাঠের তৈরি যান, যাতে চড়ে স্বয়ং ভগবান এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াত করেন। ভগবানের এই রথারোহণই 'রথ যাত্রা' নামে পরিচিত। এই পবিত্র উৎসবটি প্রত্যেক বছর নির্দিষ্ট সময়ে উদযাপিত হয়ে থাকে। এর উৎপত্তিস্থল হিসাবে উড়িষ্যার প্রাচীন পুঁথি 'ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ' এ জগন্নাথদেবের রথযাত্রার ইতিহাস প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এই রথযাত্রার প্রচলন হয়েছিল প্রায় সত্যযুগে। সে সময় উড়িষ্যা মালবদেশ নামে পরিচিত ছিল। সেই মালবদেশের সূর্যবংশীয় পরম বিষ্ণুভক্ত রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে ভগবান বিষ্ণুর জগন্নাথরূপী মূর্তি নির্মাণ করেন এবং রথযাত্রারও স্বপ্নাদেশ পান। পরবর্তীতে তাঁর হাত ধরেই পুরীতে জগন্নাথ মন্দির নির্মাণ ও রথযাত্রার প্রচলন শুরু হয়।আর এই রাতকে নিয়ে নানা কাহিনী প্রচলিত রয়েছে, যেগুলোর সাথে জড়িয়ে আছে ভগবান শ্রী কৃষ্ণের নাম। প্রথমেই জানিয়ে রাখি জগন্নাথ এবং বিষ্ণু, শ্রী কৃষ্ণেরই দুই রূপ। বলরাম বা বলভদ্র,

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

cinema TV

প্রেমে পড়তে চান নুসরাত ফারিয়া

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : অভিনেত্রী নুসরাত ফারিয়া ২০২৩ সালে যেমন ভালো কাজ দিয়ে আলোচনায় আছেন তিনি, তেমনই আছে ব্যক্তিগত জীবনে বিচ্ছেদের খবরও। রনি রিয়াদ রশিদের সঙ্গে আংটি বদল হওয়ার পর বাগদান ভেঙে গেছে তার। চলতি বছরে একাধিক সিনেমা ও গানের খবর আছে নুসরাত ফারিয়ার।

ফারিয়া বলেন, 'একদিক থেকে চলতি বছরটা আমার জন্য সাফল্যের বছর বলতে পারেন। গান ও সিনেমা মিলে অনেকগুলো ভালো কাজ মুক্তি পেয়েছে। অনেকগুলো ভালো কাজ শেষ করেছি, মুক্তির অপেক্ষায় আছে। আবার কয়েকটি ভালো সিনেমার সঙ্গে যুক্ত হয়েছি।' এই ব্যস্ততার মধ্যে মন খারাপের ব্যাপারও আছে ফারিয়ার। তবে সেটি কাজের ব্যস্ততায় ঢেকে ফেলতে চেয়েছেন তিনি, 'প্রেম থেকে বাগদান হয় আমাদের। টানা ১০ বছরের সেই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে, ভেঙে গেছে। তার জন্য মন খারাপ তো আছেই। মন খারাপ হওয়াটাই তো স্বাভাবিক। কিন্তু সেই মন খারাপের সময়টা অন্যভাবে পার করার চেষ্টা করে যাচ্ছি আমি।'

ভেঙে যাওয়ার পর ১০ বছরের সম্পর্কের স্মৃতি কি খুব বেশি মনে পড়ে জানতে চাইলে ফারিয়া বলেন, 'তা তো পড়েই। এত দীর্ঘ সময়ের জার্নি (পরিভ্রমণ)। কত কথা, কত স্মৃতি। কেন মনে পড়বে না? আমি তো মানুষ, নাকি? আর মনে না পড়াই তো অস্বাভাবিক।'

ফারিয়া আরো বলেন, 'আমি মনে হয় আগের আমলের মানুষের মতো প্রেম করি। এই যুগের সঙ্গে মেলে না। এদিক-ওদিক ঘুরেফিরে বুঝলাম, এই যুগের ছেলেদের কাছে প্রেমিকা হিসেবে আমাকে মানায় না, পোষাবে না।'

তাহলে কি নতুন করে প্রেমে পড়েছেন এমন প্রশ্নে এই অভিনেত্রী বলেন, পড়িনি, তবে চেষ্টা করছি না, ঠিক তাও নয়। আমিও তো হিউম্যান বিয়িং। অবশ্যই প্রেমে পড়তে চাই আমি।'

একটু মজার ছলেই ফারিয়া বলেন, 'প্রেমের জন্য কথাবার্তা বলতে গিয়ে বুঝলাম, আমি মনে হয় সেকেলে। আর আপনি যদি টানা ১০ বছর প্রেম করেন, সেকেলে তো হবেনই। আমার কাছে তো তাই-ই মনে হচ্ছে এখন।' এই নায়িকার মন্তব্য, 'বর্তমান যুগটা আমার কাছে অদ্ভুত মনে হয়। চলতি যুগের প্রেমের ব্যাকরণ বুঝতেই মনে হয় আমার অর্ধেক বয়স চলে যাবে। এমনিতেই সাকসেসফুল মেয়েদের সঙ্গে ছেলেরা প্রেম করতে একটু ভয় পায়, আর তার মধ্যে যদি নুসরাত ফারিয়া হয়, তাহলে তো ঝামেলাই।'

উল্লেখ্য, বছরের শুরুতেই জি ফাইভে মুক্তি পায় নুসরাত ফারিয়ার 'ভয়' ছবিটি। এরপর গত এপ্রিলে মুক্তি পেয়েছে তার গানের ভিডিও 'বুঝি না তো তাই'। ভিডিওটি বেশ প্রশংসা পায়। মে মাসে মুক্তি পায় তার কলকাতার সিনেমা 'আবার বিবাহ অভিযান'। এরপর সম্প্রতি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম চরকিতে মুক্তি পেয়েছে ছবি 'পাতাল ঘর'। চলতি সপ্তাহে মুক্তি পাচ্ছে কলকাতার ওয়েব সিরিজ 'আবার প্রলয়' সিনেমার জন্য গান 'মেনুকা'। তার আগে ঈদের ছবি 'সুড়ঙ্গ'তে 'কলিজা আর জান' গানটিতে তার আবেদনময়ী নাচও আলোচিত হয়েছে।

নুসরাত ফারিয়া জানিয়েছেন, মুক্তির তালিকায় আছে কলকাতার 'রকস্টার' ছবিটি। এরই মধ্যে ঢাকায় আরও দুটি ছবিতে চুক্তির কথা বলেছেন এই অভিনেত্রী। সেপ্টেম্বর থেকে পর্যায়ক্রমে এই ছবির শুটিং শুরুর কথা আছে।

আবারো সিরিজ ছাড়লেন তৃনা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিতর্ক যেন আর কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না তৃণা সাহার। এক বিতর্কের রেশ কাটতেই কড়া নাড়ছে আরেক বিতর্ক। মাতঙ্গী ওয়েব সিরিজে সোহিনী সরকারের সঙ্গে মনোমালিন্য হওয়ায় কিছুদিন আগেই সেই সিরিজ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন তিনি। এবার আরো এক সিরিজ থেকে একই ভাবে সরে গিয়েছেন বলেই জানা গিয়েছে। টলিউডের 'গভীর জলের ফিশ ২' সিরিজে থাকছেন না তৃণা।

এক সাক্ষাৎকারে তৃণা জানিয়েছেন, 'হ্যাঁ, এটা সত্যি, 'আমি গভীর জলের ফিশ ২'-তে থাকতে পারছি না। আমার হাতে এখন ভীষণ কাজের চাপ। অনেকগুলো প্রজেক্ট আছে হতেই। যে প্রজেক্টগুলোর সঙ্গে যুক্ত আছি, হাতে রয়েছে সেগুলোর সঙ্গে এটার ডেট ক্ল্যাশ করছিল তাই সরে গেলাম।'

যদিও তৃণা এই বিষয়ে আরও জানান, 'সাহানা দি (সাহানা দত্ত) অনেক চেষ্টা করেছিল, আমিও অনেক ম্যানেজ করার চেষ্টা করেছি কিন্তু হল না বিষয়টা। তাই কাজটায় থাকতে পারছি না। একটা আফসোস তো রয়েই গেল। কিন্তু আমার হাতে এখন অন্য একটা বড় কাজ আছে।'

তার মানে ওয়ার্কশপ প্রোডাকশনের পর এবার সাহানা দত্তের প্রজেক্ট থেকেও সরলেন তৃনা। পরবর্তী কাজের আভাস কিন্তু ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় দিয়েছেন তৃণা। কিন্তু কাজটা কি সেটা জানাতে চাননি অভিনেত্রী। ইনস্টাগ্রামে কদিন আগেই একটি কালো টিশার্ট পরে ছবি দেন তিনি। সেটারই ক্যাপশনে লেখেন, 'দারুণ এক ঘোষণা করার আছে। সঙ্গে থাকুন শিগগিরিই জানাব।'

নয়নতারার সঙ্গে প্রেম নিয়ে মুখ খুললেন শাহরুখ

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : সামনেই মুক্তিপেতে যাচ্ছে শারুখ খান অভিনিত ছবি জওয়ান। সেখানেই প্রথমবার শাহরুখ খানের সঙ্গে পর্দায় দেখা যাবে নয়নতারাকে। শাহরুখ খান অভিনেত্রীর প্রেমে পড়েছেন কি না- এই প্রশ্ন এড়িয়ে না গিয়ে নিজেই দিয়ে বসলেন উত্তর।

শাহরুখ খান বর্তমানে ভক্তদের সঙ্গে মাঝে মধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় কথা বলে থাকেন। #Uskmeanything-এ তাই নিয়ম মেনেই হাজির হলেন এবার শাহরুখ খান। আর তাকে দেখা মাত্রই ভক্তদের মনে প্রশ্নের জোয়ার। একের পর এক প্রশ্নবাণে জর্জরিত শাহরুখ খান চেষ্টা করলেন যতটা সম্ভব প্রশ্ন দেওয়ার। এমন কি ট্রোলারদেরও ছেড়ে কথা বললেন না তিনি। তবে অফস্ক্রিন প্রেম প্রসঙ্গ প্রশ্ন করতেই এ কী বললেন কিং খান? উত্তর দেখা মাত্রই তা সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়।

শাহরুখ উত্তরে বলেন, না, নয়নতারা দুই সন্তানের মা। শাহরুখ খানের এই উত্তর দেখে অনেকেই বেশ মজা পেয়েছেন। এই উত্তরের কমেন্ট বক্স ভরিয়ে তুলেছেন।

জওয়ান ছবিতে প্রথমবার শাহরুখ খানের সঙ্গে পর্দায় দেখা যাবে নয়নতারাকে। এই জুটিকে একসঙ্গে ঠিক কেমন লাগে তা দেখার অপেক্ষাতেই এখন দিন গুনছেন ভক্তরা। ছবিতে এক বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করতে দেখা যাবে দীপিকা পাড়ুকোনকেও।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘ ছয় বছর ধরে প্রেম নয়নতারার। দক্ষিণী স্টার নয়নতারাও ভিগনেশকে মন দিয়েছিলেন প্রথম কর্মসূত্রেই। দক্ষিণী সিনেদুনিয়ায় দাপটের সঙ্গে কাজ করতে দেখা গিয়েছে নয়নতারাকে। তবে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হয়েই বিয়ের পিঁড়িতে বসেছেন। তাদের বিয়েতে উপস্থিত ছিলেন রজনীকান্ত থেকে শুরু করে শাহরুখ খান। দুই ছেলের জন্মের খবর নিজেই সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে নিলেন জুটি। ভিগনেশ লিখলেন, আমি ও নয়ন মা ও বাবা হলাম, পরিবারে স্বাগত জানালাম দুই যমজ সন্তানকে। সকলের ভালবাসা ও আশীর্বাদ কামনা করি।

হৃত্বিকের সাথে প্রেমিকা সাবার ছবি, যা বললেন সাবেক স্ত্রী সুজান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর্জেন্টিনার রাজধানী বুয়েন্স আয়ার্সে ঘুরতে গেছেন হলিউড সুপারস্টার হৃত্বিক রোশান ও তার প্রেমিকা সাবা আজাদ। আর সেই ভ্রমণের এক মুহূর্তের ছবিই ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করেছেন সাবা। ছবির ক্যাপশনে সাবা লিখেছেন, 'বুয়েন্স আয়ার্স কী সুন্দর।' সেই ছবিতেই কমেন্ট করেছেন হৃত্বিকের সাবেক স্ত্রী সুজান খান। তিনি লিখেছেন, 'সুন্দর ছবি।'

২০০০ সালে হৃত্বিকের সাথে গাটছড়া বেঁধেছিলেন সুজান। সেই বিয়ে ভাঙে ২০১৪ সালে। তবে হৃত্বিকের সাথে ছেলে হৃহান ও হৃধানের সূত্রে সৌজন্যপূর্ণ সম্পর্ক রেখে চলেছেন সুজান। বর্তমানে আরসালান গনির সাথে প্রেম করছেন সুজান।

টি-টোয়েন্টিতে

দ্রুততম ছক্কার সেঞ্চুরি রেকর্ড সূর্যকুমারের

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ওয়েস্ট ইন্ডিজের কাছে টানা দুই হারে টি-টোয়েন্টি সিরিজ শুরু করে ভারত। পাঁচ ম্যাচের সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে ৭ উইকেটের জয় পায় ভারত। টিম ইন্ডিয়ার প্রত্যাবর্তনের নায়ক সূর্যকুমার যাদব। চার-ছক্কার ফুলঝুরিতে দাপুটে ইনিংসে ম্যাচসেরা হন তিনি। গড়েন রেকর্ড। এদিন ৪৪ বলে ১০ চার ও ৪ ছক্কায় ৮৩ রান করেন যাদব। আর এই ৪ ছক্কায় রেকর্ড বইয়ে উঠেছে সূর্যের নাম। ভারতের হয়ে সবচেয়ে কম ইনিংসে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ১০০ ছক্কার মাইলফলক স্পর্শ করলেন তিনি। ভারতের হয়ে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে একশ ছক্কা মারতে পেরেছেন কেবল আর দুঈজন। তবে তাদের চেয়ে অনেক কম ইনিংসেই এই মাইলফলকে পৌঁছে গেলেন সূর্যকুমার। ১০০ ছক্কা ছুঁতে ৮৪ ইনিংস লেগেছিল রোহিত শর্মার, ৯৬ ইনিংস বিরাট কোহলির। সূর্যকুমার যাদবের লাগল মাত্র ৪৯ ইনিংস। বিশ্বরেকর্ডে অবশ্য তার পরও কিছুটা পিছিয়ে সূর্যকুমার। ৪২ ইনিংসে ১০০ ছক্কা মেরে রেকর্ডটিতে সবার উপরে আছেন ক্যারিবিয়ান ব্যাটসম্যান এভিন লুইসের।

৯৭ ছক্কা নিয়ে এই ম্যাচ শুরু করেছিলেন সূর্যকুমার যাদব। প্রথম ওভারে অভিষিক্ত ওপেনার যাশাসবি জয়সওয়াল আউট হওয়ার পর ক্রিজে গিয়েই প্রথম বলে চার মারেন তিনি ফ্লিক করে। পরের বলটিই ছক্কায় ওড়ান পুল শটে। পাওয়ার প্লের মধ্যে আরেকটি ছক্কা মারেন তিনি নান্দনিক লফটেড শটে বোলারের মাথার ওপর দিয়ে। পরে একশ ছক্কা ছুঁয়ে আরও একবার হাওয়ায় ভাসিয়ে বল সীমানা ছাড়া করেন তিনি। ৪৪ বলে ৮৩ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলে ম্যাচের সেরা হন সূর্যকুমারই। ১৬০ রান তাড়ায় ভারত জিতে যায় ৭ উইকেটে।

রিয়াল শিবিরে হতাশা, বড় দুঃসংবাদ দিলেন কোর্তোয়া

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : স্প্যানিশ জায়ান্ট রিয়াল মাদ্রিদ শিবিরে এলো বড় দুঃসংবাদ। অনুশীলনেই চোটে পড়ে স্ট্রেচারে করে মাঠ ছেড়েছেন গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া। সে সময় তার অশ্রুভেজা চোখই যেন দুশ্চিন্তা জাগানিয়া খবর জানিয়ে দিয়েছে। চিকিৎসকরা ধারণা করছেন, অ্যান্টিরিয়োর ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট (এসিএল) ছিঁড়ে গেছে এই বেলজিয়ান গোলরক্ষকের। সে কারণে তার পায়ের অস্ত্রোপচার করা লাগতে পারে। এতে হয়তো পুরো মৌসুমই মাঠের থাকতে পারেন কোর্তোয়া!

বৃহস্পতিবার (১০ আগস্ট) অনুশীলনের মাঝপথেই কার্লো আনচেলত্তির জন্য খারাপ খবরটি আসে। কোর্তোয়ার লিগামেন্ট ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তার অস্ত্রোপচার করার কথা জানিয়েছে রিয়াল মাদ্রিদ।

এক বিবৃতিতে ক্লাব কর্তৃপক্ষ বলছে, প্রাথমিক পরীক্ষায় কোর্তোয়ার বাঁ পায়ে এসিএল ইনজুরি ধরা পড়েছে। যার কারণে তার এমআরআই করানো হবে। সেই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে আগামী কয়েকদিনের ভেতর অস্ত্রোপচার করানো হবে কোর্তোয়ার।

জানা গেছে, বেলজিয়ান গোলরক্ষকের আঘাতের স্থানটি বেশ ফুলে গেছে। ফোলা কমলে এমআরআই করানো হবে কোর্তোয়ার। সেই রিপোর্ট পেলেই তার চোট কতটা গুরুতর সেটি নিশ্চিত হওয়া যাবে। তার অনুপস্থিতিতে দলের দ্বিতীয় গোলরক্ষক আন্দ্রে লুনিন মূল একাদশের জন্য বিবেচিত হতে পারেন। তবে এই মৌসুমেই ইউক্রেনীয় গোলরক্ষক ক্লাব ছাড়বেন বলে আশা করা হয়েছিল। কোর্তোয়ার ইনজুরিতে পরিকল্পনায় পরিবর্তন আনতে হতে পারে রিয়ালের।

বায়ার্নে যোগ দিচ্ছেন

হ্যারি কেইন!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হ্যারি কেইনের দলবদল নিয়ে বেশ কয়েকদিন ধরেই গুঞ্জন চলছে। যেখানে বায়ার্ন মিউনিখের নামটা বারবার আসছিল। অবশেষে টটেনহ্যাম হটস্পারের সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছেছে বুন্ডেসলিগার ক্লাবটি, এমনটাই জানাচ্ছে ব্রিটিশ ও জার্মান সংবাদমাধ্যমগুলো। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন বলছে, ১০ কোটি ইউরোর বেশি মূল্য দিয়ে ইংলিশ এই স্ট্রাইকারকে দলে ভেড়াতে যাচ্ছে বায়ার্ন। চুক্তির ব্যাপারে যোগাযোগ করতে ক্লাবটির সঙ্গে যোগাযোগ করে বার্তা সংস্থা রয়টর্স। যদিও তারা কোনো মন্তব্য করেনি। স্পার্সদের হয়ে লম্বা সময় ধরে খেলা কেইনের চুক্তি এখনও এক বছর বাকি আছে। ক্লাবটির সর্বোচ্চ গোলস্কোরার ৪৩৫ ম্যাচে করেছেন ২৮০টি গোল। যার মধ্যে প্রিমিয়ার লিগেই করেছেন ২১৩টি। এদিকে রবের্ত লেভানডোভস্কি ক্লাব ছাড়ার পর বায়ার্ন খুব করে একজন স্ট্রাইকার খুঁজছে। আর কেইন যদি নিশ্চিত হয়, তবে এই খরা কাটবে বুন্ডেসলিগা চ্যাম্পিয়নদের। একইসঙ্গে লিগের ইতিহাসে সবচেয়ে দামি খেলোয়াড়ও বনে যাবেন তিনি।

ইউরোপের

'তরুণ' বার্সা, 'বুড়ো' ম্যানসিটি

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : জাভি হার্নান্দেজ কোচ হয়ে আসার পর থেকে বার্সার অনেক কিছুই বদলে যাচ্ছে। সেটা মাঠের খেলা বলি আর একাদশ সাজানোর কথাই বলি। গত মৌসুমেই সেই খেলটা দেখিয়েছেন সাবেক এই কাতালান কিংবদন্তি। যে কারণে লা লিগার দৌড়ে মাঝপথেই বসে পড়তে হয় কার্লো আনচেলত্তির রিয়াল মাদ্রিদকে।

জাভির বার্সার এই ঘুরে দাঁড়ানোর পথে তারুণ্যের নির্ভরতা। এই তো মঙ্গলবার রাতে হুয়ান গাম্পার ট্রফির লড়াইয়ে টটেনহামকে ৪-২ গোলে হারায় তারা। যেখানেও ছিল তারুণ্যের জয়গান।

২১ বছর বয়সী মরক্কোন উইঙ্গার আবদে এজাজুলি করেন গোল। আর লামিনে ইয়ামাল নেমে চমকে দেন সবাইকে। গোল না করলে যতক্ষণ ছিলেন মাঠে দ্যুতি ছড়িয়েছেন, বানিয়ে দিয়েছেন গোল।

কেবল কথায় নয়, পরিসংখ্যানও বলছে এই বার্সার শক্তিটা তারুণ্যের গতিতেই লুকিয়ে। ইউরোপের শীর্ষ পাঁচ লিগের মতো শুরুর একাদশে যারা নিয়মিত, তাদের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী খেলোয়াড় বার্সারই। অর্থাৎ বার্সার শুরুর একাদশের খেলোয়াড়দের গড় বয়স ২৬ বছর ১০৫ দিন। যেখানে সবার পরে আছে গত মৌসুমের ট্রেবলজয়ী দল ম্যানসিটি। তাদের শুরুর একাদশের খেলোয়াড়দের গড় বয়স ২৭ বছর ২৮৩ দিন। সেদিক থেকে সিটিজেনদের বুড়োদের কাতারে রাখলে ভুল হওয়ার কথা না।

বার্সার জন্য একটা প্লাস পয়েন্ট হলো, তাদের নিজেদের একাডেমি আছে, যা ইউরোপের সব ক্লাব পায় না। তাদের লা মাসিয়া ভীষণ কার্যকরী একটি ফুটবল একাডেমি। যেখান থেকে তারকা বনে যান লিওনেল মেসি, আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা, জাভি হার্নান্দেজরা। বর্তমান দলটিতে তাদের মাঝমাঠে আছে দুই তরুণ গাভি ও পেদ্রি। যারা কিনা লা লিগা নয়, গোটা ইউরোপে দাপট দেখাচ্ছেন।

এদিক থেকে ম্যানসিটি ভিন্ন। তাদের শুরুর একাদশে যেমন বেশি বয়সী খেলোয়াড় রয়েছেন, আবার কম বয়সীও আছে। মূলত কোচ পেপ গার্দিওলার তরুণ আর অভিজ্ঞ দুয়ের সমন্বয়ে শুরুর একাদশ সাজিয়ে থাকেন। যে তুলনায় বার্সার শুরুর একাদশে বয়স্কদের আনাগোনা কমই।

এখন পর্যন্ত সিটির সবচেয়ে কম বয়সী হিসেবে মূল একাদশে জায়গা পাওয়া খেলোয়াড় মিডফিল্ডার সিমসন। ১৯৮২ সালে কোচ জন বন্ডের অধীনে অভিষেক হয়েছিল সেই ইংলিশ ফুটবলারের। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৬ বছর ২ মাস ৬ দিন। গত কয়েক বছরে ইতিহাদের দলটিতে তেমন কোনো তরুণ খেলোয়াড় নাম লেখাননি। হাতেগোনা কয়েকজনের মধ্যে ২০২২ সালে সিটির জার্সি গায়ে মাঠে নেমেছিলেন রিকো লুইস। এই ইংলিশ রাইটব্যাকের বয়স তখন ১৭ বছর ৮ মাস ২৩ দিন।

সিটির বয়স্কদের তালিকা বেশ লম্বা। যেখানে ৩০ থেকে ৭১ বছর বয়সীও রয়েছেন। সবচেয়ে বেশি বয়সী খেলোয়াড় স্কটল্যান্ডের জন ম্যাকটাভিস। ১৯৫৭ সালে ৭১ বছর ৯ মাস এক দিন বয়সে সিটির হয়ে মাঠে নেমেছিলেন এই ডিফেন্ডার, যা এখনও বেশি বয়সীদের তালিকায় সবার ওপরে।

এক বছর প্যারিসেই থাকবেন, জানিয়ে দিয়েছেন এমবাপ্পে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : আসন্ন মৌসুমে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেবেন না কিলিয়ান এমবাপ্পে। বরং তিনি চুক্তির মেয়াদ সম্পন্ন করতে আরও এক বছর প্যারিসেই থাকবেন। ফ্রান্স স্ট্রাইকার এমবাপ্পে তার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত পিএসজি প্রেসিডেন্ট নাসের আল খেলাইফিকে জানিয়ে দিয়েছেন। পিএসজির মুখপাত্র হিসেবে পরিচিত সংবাদ মাধ্যম লা প্যারিসিয়ান এমনটাই দাবি করেছে। তারা জানিয়েছে, এমবাপ্পে পিএসজি কর্তৃপক্ষকে বলে দিয়েছে, রিয়াল মাদ্রিদ কিংবা অন্য কোন ক্লাবে যোগ দেওয়ার জন্য চলতি দলবদলের মৌসুমে তিনি পিএসজি ছাড়বেন না। এমবাপ্পের সঙ্গে পিএসজির চুক্তি আছে ২০২৪ সাল পর্যন্ত। অর্থাৎ এক মৌসুম পরে ফ্রি এজেন্ট হয়ে যাবেন তিনি। সঙ্গে এক বছর প্যারিসে থাকলে মোটা অঙ্কের বোনাসও ঘরে তুলবেন ২৪ বছর বয়সী ফ্রান্স স্ট্রাইকার। রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার সময়ও বেতনটা বেশি হবে তার। এসব চিন্তা করেই হয়তো প্যারিসে থেকে যাওয়ার গো ধরেছেন তিনি। এর আগে এমবাপ্পে এক চিঠিতে পিএসজি বোর্ডকে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি দলটির সঙ্গে চুক্তি নবায়ন করবেন না। ওদিকে পিএসজি কড়া ভাষায় তাকে জানিয়ে দেয়- হয় ক্লাব ছাড়ো নয়তো চুক্তি নবায়ন করো। এর কোনটি না করলে পুরো মৌসুম বেঞ্চে বসিয়ে রাখার হুমকিও দিয়েছিল ক্লাবটি। ওই সময় গুঞ্জন বেরিয়েছিল- বেঞ্চে বসে মৌসুম কাটাতেও রাজি তিনি। তারপরও চুক্তি নবায়ন করবেন না। এমবাপ্পের এমন একরোখা আচরণ থেকে পিএসজির ধারণা- এমবাপ্পে আগামী মৌসুমে ফ্রিতে রিয়াল মাদ্রিদে যোগ দেওয়ার বিষয়ে সম্মত হয়ে গেছেন। পিএসজি আগামী ১৩ আগস্ট লিগ মৌসুম শুরু করবে। এমবাপ্পে ওই ম্যাচে অনিশ্চিত। আগামী ১ সেপ্টেম্বর বন্ধ হবে গ্রীষ্মকালীন দলবদলের দরজা।

বার্সেলোনা ছেড়ে

আল আহলিতে যোগ দিলেন কেসিয়ে

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ফঁক কেসিয়ের বার্সেলোনা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল এক মৌসুমেই। ২৬ বছর বয়সী মিডফিল্ডারের নতুন ঠিকানা সৌদি আরবের ক্লাব আল আহলি। গত মৌসুমেই এসি মিলান থেকে বার্সেলোনায় যোগ দেন কেসিয়ে। তার চুক্তি ছিল ২০২৬ পর্যন্ত। কিন্তু সেই পথচলা থমকে গেল এবারই। কোত দি ভোয়ার এই মিডফিল্ডারকে দলে পেতে ১ কোটি ২৫ লাখ ইউরো লেগেছে আল আহলির।

আল আহলি চলতি মৌসুমে ইউরোপিয়ান ফুটবল থেকে আগেই দলে নিয়েছে রবের্তো ফিরমিনো, রিয়াদ মাহরেজ, এদুয়াঁ মঁদির মতো তারকাদের। এই দলের কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছেন রেড বুল সালসবুর্কের সফল কোচ মাথিয়াস জাইসলে। নিজ দেশের ক্লাব পেশাদার ফুটবল শুরুর পর ২০১৫ সালে আতালান্তার হয়ে ইউরোপিয়ান ফুটবলে পা রাখেন কেসিয়ে। সেখানে খুব নিয়মিত হতে পারেননি। এর মধ্যে ধারে খেলেছেন চেজেনা ও এসি মিলানে। দুই মৌসুম ধারে মিলানে খেলার পর ২০১৯ সালে মিলান তাকে স্থায়ী চুক্তিতেই দলে নেয়।

মিলানে চুক্তির মেয়াদ শেষে গত মৌসুমে ফ্রি ট্রান্সফারে তিনি যোগ দেন বার্সেলোনায়। প্রাক-মৌসুম প্রস্তুতি পর্বে বেশ ভালো পারফর্ম করলেও পরে শাভি এর্নান্দেজের দলে একাদশে জায়গা পেতেই ধুঁকেছেন এই মিডফিল্ডার। গত মার্চে এল ক্লাসিকোতে শেষ সময়ে গোল করে দলকে দারুণ এক জয় এনে দেন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে। তবে গোটা মৌসুমে এমন মুহূর্ত তার কমই এসেছে। বার্সেলোনার জার্সিতে গোল ওই একটিই। এবার তার নতুন অভিযান সৌদি আরবের ফুটবলে।

বোল্টের লক্ষ্য

'চকচকে বিশ্বকাপ ট্রফিটা উঁচিয়ে ধরা'

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : ২০১৫ বিশ্বকাপের পর ২০১৯ বিশ্বকাপ! পরপর দু'টি বিশ্বকাপ ফাইনাল খেলেও শিরোপা ছুঁতে পারেনি নিউজিল্যান্ড। দু'টিতেই রানার্সআপ তারা। যদিও গত বিশ্বকাপে কিউইদের রানার্সআপ হওয়া নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। আইসিসির বিতর্কিত আইনের কারণেই কাঁদতে হয়েছিল ট্রেন্ট বোল্টদের। আসন্ন ভারত বিশ্বকাপ সামনে রেখে আবারও স্বপ্ন দেখছেন এই কিউই গতিতারকা। গত দুই আসরে নিউজিল্যান্ডকে ফাইনালে তোলার অন্যতম কারিগর বোল্ট বলেছেন,'দলে ফেরা এবং ওয়ানডে বিশ্বকাপের জন্য কাজ করার বিষয়টি আমার মাথায় সব সময়ই ছিল। সেখানে (বিশ্বকাপে) ইতিহাস জড়িয়ে আছে। গত আসরে আমাদের যাত্রা খুবই রোমাঞ্চকর ছিল। তাই এবার খেলার জন্য উন্মুখ হয়ে আছি এবং আশা করি, বড় ভূমিকা রাখতে পারব। আমি স্রেফ ভাবছি, চকচকে ট্রফিটি উঁচিয়ে ধরার কথা, ৪ বছর আগে যেটার খুব কাছে ছিলাম আমরা। এটাই সবচেয়ে বড় লক্ষ্য।'

উল্লেখ্য, পরিবারকে বেশি সময় দিতে ও ফ্র্যাঞ্চাইজিভিত্তিক লিগগুলোতে খেলার সুবিধার্থে গত আগস্টে নিউজিল্যান্ড ক্রিকেটের কেন্দ্রীয় চুক্তি থেকে বেরিয়ে যান ট্রেন্ট বোল্ট। তবে বিশ্বকাপের আগে ইংল্যান্ড সফরকে সামনে রেখে নিউজিল্যান্ডের ঘোষিত দলে ফিরেছেন অভিজ্ঞ বাঁহাতি এই ফাস্ট বোলার। আগামী সেপ্টেম্বরে ইংল্যান্ড সফরে যাবে নিউজিল্যান্ড দল।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR